বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ফিশারিজ সাবসিডি নেগোশিয়েশনে আলোচ্য বিষয়াবলী পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: কাজী শামস আফরোজ, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
তারিখ ও সময়	: ১৫/০৯/২০২০ খ্রিস্টাব্দ, বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	: মৎস্য অধিদপ্তরের সভা কক্ষ।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি সভায় আগত কর্মকর্তাবৃন্দ/অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দকে নিজেদের পরিচয় প্রদানের অনুরোধ জানান। পরিচিতি পর্ব শেষ হলে তিনি সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চলমান ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ে নেগোসিয়েশনের গুরুত্ব সভায় তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, দেশের মানুষের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। নবায়নযোগ্য সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় স্থায়িত্বশীল আহরণ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার নিরীখে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে প্রদত্ত সাবসিডি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বব্যাপী একটি সার্বজনীন চুক্তি প্রণয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ২০০১ সাল হতে নেগোসিয়েশন চলমান। অতঃপর তিনি সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা শুরু করার জন্য জনাব ড. মোঃ হুমায়ুন কবির খান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান।

২। ড. মোঃ হুমায়ুন কবির খান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চলমান ফিশারিজ নেগোসিয়েশনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসসহ বিগত ২৫ জুলাই ২০২০ তারিখে নেগোসিয়েশন গ্রুপের চেয়ার কর্তৃক জেনেভাস্থ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অনুষ্ঠিত জেনেভায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রধানগণের সভায় উপস্থাপিত নতুন Consolidated text (RD/TN/RL/126) এর বিষয়সমূহ এবং উক্ত নেগোসিয়েশনে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের নিমিত্ত দেশের মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট যে সকল বিষয়ে তথ্যাদি প্রয়োজন তার ওপর আলোকপাত করেন। তিনি জানান যে, উপস্থাপিত সর্বশেষ Consolidated text এর যে সকল প্রস্তাবনা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব বহন করে সেগুলো পর্যালোচনা করা এবং বাংলাদেশ বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে ইতোপূর্বে প্রদানকৃত, বর্তমানে প্রচলিত ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাপোর্ট/সাবসিডি পর্যালোচনা করা ও তার পরিমাণ নিরূপন করা; এর সপক্ষে বিদ্যমান আইন/নীতি/পলিসিসমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি আরোও জানান যে, WTO ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ক নেগোসিয়েশনে বর্তমানে পর্যালোচনাধীন Consolidated text এর আলোকে বাংলাদেশকে কোন কোন ক্ষেত্রে সাবসিডি প্রদান বন্ধ করতে হবে তা পর্যালোচনা/চিহ্নিত করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সভাপতি সর্বশেষ Consolidated text এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও দেশের ফিশারিজ সাবসিডির পরিমান ও ভবিষ্যত প্রয়োজনীয়তা এবং এ ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়ে মুক্ত আলোচনা আহ্বান করেন।

৩। জনাব শেখ আবিদ হোসেন, উপ-সচিব, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন সভাকে অবহিত করেন যে, অতীতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী জাহাজ কর্তৃক আহরিত মাছ বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে উক্ত জাহাজ কর্তৃক ব্যবহৃত জ্বালানির বিপরীতে প্রদত্ত শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পনের বিধান ৩০ জুন ২০১৯ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিল। ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখে হতে উক্ত শুল্ক রেয়াত ও প্রত্যর্পনের বিধান রহিত করা হয়েছে। তিনি দেশের মেরিন ফিশারিজ সেক্টরের সাবসিডি ও সাপোর্ট বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য একটি কোর গ্রুপ গঠন করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৪। জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা সভায় Agreement on and Countervailing Measures (ASCM) এর আওতায় বা পৃথকভাবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চুক্তি হিসেবে ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যখ্যা করেন। তিনি জানান যে, এলডিসি গ্রুপভুক্ত হওয়ায় বাংলাদেশ উক্ত নেগোসিয়েশনে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তিনি আরোও জানান যে, আমরা IUU Fishing এর ক্ষেত্রে কোন সাবসিডি দেই না। তিনি জানান যে, দেশের রপ্তানি খাতকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার প্রতিবছর রপ্তানির বিপরীতে যে ইনসেনটিভ দেয় তা সাবসিডি হিসেবে গণ্য হবে কিনা তার পরিমান জানা ও উহা ফিশারিজ সাবসিডির পর্যায়ে পড়বে কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। তিনি ASCM এর আওতায় আমরা বর্তমানে যে সকল সাবসিডি প্রদান করতে পারি তার সদ্ব্যবহার করার বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন।

৫। জনাব তাসলিমা বেগম, ব্যবস্থাপক (ক্রয়), বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি), কারওয়ান বাজার, ঢাকা সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মূলতঃ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাজারজাতকরণে নিয়োজিত একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান।

তিনি ফিশারিজ সাবসিডি নির্ধারণের লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে বিএফডিসি'র বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাদি প্রদানে সম্মতি প্রকাশ করেন।

৬। জনাব সাদিয়া আফরোজ, দ্বিতীয় সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা সভাকে জানান যে, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি ক্রয়ে শুল্ক ছাড়, রেয়াত ও প্রত্যর্পনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধি-বিধান বিষয়ে চাহিদা সাপেক্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহায়তা প্রদান করতে সম্মত রয়েছে।

৭। জনাব হাসান আহম্মেদ চৌধুরী, উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা সভাকে জানান যে, চূড়ান্ত তথ্য পরিবেশনের আগে পুনরায় তথ্যগুলো যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি ছোট গ্রুপ গঠন করে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৮। জনাব খন্দকার মাহবুবুল হক, প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ে একজন লোকাল কন্সালটেন্ট এর তত্বাবধানে স্টাডি পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

৯। জনাব নাসিরুদ্দিন মোঃ হুমায়ুন, পি এম এস, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা জানান যে, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমায় ও গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে ফিশারিজ সাবসিডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

১০। ড. মোঃ আবুল হাছানাত, পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর (এল পি আর) সভাকে জানান যে, ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ে বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগে আছে অস্ট্রেলিয়া, আইসল্যান্ড, আর্জেন্টিনা, কোরিয়া ইত্যাদি যারা সাবসিডি দেয়ার বিপক্ষে। অপর দিকে চীন, ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহ সাবসিডি দেয়ার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করেছে। তিনি একজন কন্সালটেন্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টরে বিদ্যমান সাপোর্ট/সাবসিডি বিষয়ক স্টাডি পরিচালনার প্রস্তাব করেন।

১১। জনাব মোঃ লতিফুর রহমান, পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভিন্ন সংস্থায় পত্র প্রেরণ করে ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ প্রদান করেন। অতঃপর তা বিশ্লেষণের জন্য একটি কোর গ্রুপ গঠন করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১২। জনাব শরীফ রায়হান কবির, ডেপুটি ডিরেক্টর (উপসচিব), ডব্লিউটিও সেল, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সভাকে অবহিত করেন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় ফিশারিজ সাবসিডি সংক্রান্ত চুক্তিপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই দ্রুততার সাথে বাংলাদেশের মেরিন ফিশারিজ সেক্টরে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সকল সাপোর্ট/সাবসিডি বিষযক তথ্যাদি পর্যালোচনা করা এবং ভবিষ্যতে এ ক্ষেত্রে কি ধরণের সাপোর্ট/সাবসিডি প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

১৩। জনাব আ. ন. ম. নাজিম উদ্দিন, উপ সচিব (মৎস্য-৩), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা মহোদয় সভাকে জানান যে, WTO-তে দীর্ঘদিন ধরে এই নেগোশিয়েশন চলমান রয়েছে যা সমাপ্তির পথে। চুক্তিস্বাক্ষর করার পূর্বেই বাংলাদেশকে নিজেদের অবস্থান এবং ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। কারণ চুক্তি স্বাক্ষরের পর কোন রকম পরিবর্তন/পরিমার্জন করা সম্ভব নয়। এ কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

১৪। সভায় উপস্থিত জনাব মাহবুবা পান্না, যুগ্ম সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা মহোদয় জানান যে, এক এক দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন বিধায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রত্যেক সদস্য দেশ নিজ নিজ অবস্থান হতে এ নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশকে নিজের অবস্থান অনুযায়ী প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হবে। পরিবেশসহ সমুদ্রের সাথে জড়িত সকল সংস্থা কর্তৃক সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কোনো সাপোর্ট প্রদান করা হয় কিনা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে একসঙ্গে কাজ করতে হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি সভাকে আরোও জানান যে, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা যেমন: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, অর্থ মন্ত্রণালয়, মেরিন মার্কেন্টাইল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সরকারী অন্য কোন দপ্তর বা প্রকল্পের আওতায় প্রদেয়

যে সকল সাপোর্ট বা সাবসিডি প্রকারান্তরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট তার তথ্যানুসন্ধান এবং সেগুলো সাবসিডি পর্যায়ে পড়ে কিনা তা পর্যালোচনা করার পরামর্শ প্রদান করেন।

১৫। সিদ্ধান্ত: সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক. মৎস্য অধিদপ্তর অনতিবিলম্বে সরকারী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রদত্ত সকল সাপোর্ট বা সাবসিডি বা রেয়াত এবং এ সংক্রান্ত বিধি-পলিসির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বিএফডিসি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, পরিবেশ অধিদপ্তর, মেরিন মার্কেন্টাইন ডিপার্টমেন্ট, সাসটেইনেবেল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ হোয়াইট ফিশ ট্রলার্স এসোসিয়েশন ইত্যাদিতে পত্র প্রেরণ করবে।

খ. বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সাপোর্ট বা সহায়তার পরিমান পর্যালোচনা ও বর্তমানে প্রদত্ত সাবসিডি'র পরিমান নির্ধারণ এবং ভবিষ্যতে সাবসিডি'র প্রয়োজনীয়তা দিকসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য নিম্নরূপ কোর কমিটি গঠন করা হলো:

ক্র. নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	কমিটিতে পদবী
০১.	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	আহ্বায়ক
০২.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৩.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৪.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৫.	বাংলাদেশ ব্যাংক-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৬.	এনবিআর-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৭.	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৮.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
০৯.	ড. মোঃ শরীফ উদ্দিন, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, সামুদ্রিক মৎস্য জরীপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব মনিষ কুমার মন্ডল, উপ-প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা	সদস্য
১২.	সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি:

- কমিটি বিভিন্ন সংস্থা/প্রকল্প/এসোসিয়েশন এর নিকট হতে প্রাপ্ত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সংশ্লিষ্ট সকল সাপোর্ট বা সাবসিডি বা রেয়াত-এর তথ্যাদি এবং এ সংক্রান্ত বিধি/পলিসি/ডকুমেন্টস পর্যালোচনা করবে এবং আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২০ তারিখের মধ্যে ফিশারিজ সাবসিডি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে।
- ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ক্ষেত্রে ফিশারিজ সাবসিডি'র প্রয়োজন সে বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।
- কমিটি প্রয়োজনে আরও সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কাজী শামস আফরোজ)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ০২-৯৫৬২৮৬১
ই-মেইল: dg@fisheries.gov.bd

পত্র নং- ৩৩.০২.০০০০.১২৪.২৮.০০১.২০-৫৩৮ তারিখ: ২৮/০৯/২০২০ খ্রি.।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মনোযোগঃ জনাব মাহবুবা পান্না, যুগ্ম সচিব, মৎস্য-৫, অধিশাখা এবং জনাব আ.ন.ম.নাজিম উদ্দীন, উপসচিব, মৎস্য-৪ অধিশাখা)।
২. সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মনোযোগঃ মহাপরিচালক, ডব্লিউটিও সেল এবং জনাব শরীফ রায়হান কবির, উপপরিচালক)।
৩. চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০ (মনোযোগঃ জনাব সাদিয়া আফরোজ, দ্বিতীয় সচিব)।
৪. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, বাংলাদেশ।
৬. ভাইস চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ১ টিসিবি ভবন, কাওরান বাজার, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, ১ম ১২ তলা সরকারী ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (মনোযোগঃ ড. মোস্তফা আবিদ খান, সদস্য এবং জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন)।
৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা (মনোযোগঃ জনাব তাসলিমা বেগম, ব্যবস্থাপক (ক্রয়))।
৯. পরিচালক (সামুদ্রিক), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, সরকারী কার্য ভবন নং-১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
১০. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (জরিপ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১২. উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৩. উপপরিচালক (মৎস্যচাষ), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৫. প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, চট্টগ্রাম।
১৬. উপপ্রধান (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা।
১৭. জনাব সুজিত কুমার চাটার্জ্জী, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (রিজার্ভ), মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৮. সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ, মৎস্য ভবন, ঢাকা (সকল)।
১৯. জনাব নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর।
২০. ড. মোঃ আবুল হাসনাত, সাবেক পরিচালক (সামুদ্রিক), মৎস্য অধিদপ্তর।
২১. সভাপতি, এফবিসিসিআই, ফেডারেশন ভবন (৩য় তলা), ৬০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
২২. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ এসোসেয়েশন, ১৩/এ সেন্টার পয়েন্ট কনকর্ড, ফার্মগেট, ঢাকা।
২৩. সভাপতি, মেরিন হোয়াইট ফিশ ট্রলার্স ওনার্স এসোসিয়েশন, ৭নং অভয়মিত্র লেন, ফিরীঙ্গী বাজার, মাহমুদ ভিলা, চট্টগ্রাম।
২৪. সভাপতি, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারী বোট মালিক সমিতি, ইকবাল রোড, ফিশারীঘাট, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম।
২৫. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশেন, স্কাইলার্ক পয়েন্ট, ২৪/এ বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।
২৬. সভাপতি, বাংলাদেশ এগ্রো প্রোডাক্ট কোম্পানিজ এসোসিয়েশন, হাউজ ১৫, রোড ১৬ (নতুন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৭।

২৮/০৯/২০২০

(মোঃ ইউসুফ খান)
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (অ.দা.)
মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ
ফোন: ০২-৯৫৬৯৯৪৩
ই-মেইল: psofiqc@fisheries.gov.bd